হাতিঘিসায় নদীর চর দখল করে নির্মাণ

কাঠা প্রতি জমির দাম ২ লক্ষ টাকা

মহম্মদ হাসিম ● নকশালবাড়ি

১১ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরসিংজোত মৌজায় চেঙা নদীর চর দখল করে বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। জমি মাফিয়ার একটি চক্র ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা প্রতি কাঠা হিসেবে ওইসব জমি বিক্রি করছে। এছাড়া, পাশের মেরিভিউ চা বাগান ও চেঙা নদীর চর দখল করে বিক্রির জন্য প্লটিং শুরু করেছে জমি মাফিয়ারা। নদীর উপরও নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের নাকের ডগায় সরকারি জমি দখল করে নির্মাণকাজ চলছে। এছাড়া, নদীতে ট্র্যাক্টর নামিয়ে অবাধে বালি-পাথর তোলার কাজও চলছে। সব কিছুই চলছে ওই প্রভাবশালী ব্যক্তির ইশারায়। কিন্তু সব জেনেও প্রশাসন চুপ।

প্রায় ছয়মাস আগে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে কোটি কোটি টাকা খরচ করে জমিদারগুড়ি থেকে বিজয় সিং পর্যন্ত চেঙা নদীর ধারে দেড় কিলোমিটার পাড়বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। এলাকায় গেলে দেখা যাবে, পাড়বাঁধের উলটোদিকে চেঙা নদীর চর দখল করে বাড়ি তৈরি চলছে। সেই বাড়িগুলিতে যাতে নদীর জল না ঢোকে সেজন্য আর্থমুভার দিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা হচ্ছে। প্রায় এক কিলোমিটার নদীর চরে আর্থমুভার দিয়ে পাড়বাঁধ তৈরির কাজ হচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতে গ্রামে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কায় রয়েছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দা মানিক সিংহ, গোবিন্দ কোল, নরেশ সিংহদের অভিযোগ, এলাকার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে নদীর চর বিক্রি করেছেন। এমনকি পাড়বাঁধের পাশে থাকা কেটুগাবুরজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গাটিও দখল হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। মানিকবাবু বলেন, 'আগে আমরা চেঙা নদীর চরে চাষবাস করতাম। কিন্তু হাতির অত্যাচারে চাষবাস বন্ধ করে দিতে হয়। এখন ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি ভুয়ো সংস্থা বানিয়ে সেইসব জমি দখল করে সিকিম, অসম, মণিপুর ও নেপালের বাসিন্দাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আশরফ আনসারি বলেন, 'আমরা চেঙা নদীর চর দখলের প্রতিবাদ জানিয়ে নকশালবাড়ি ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ব্যবস্থা নেয়নি।' তাঁর আরও অভিযোগ, ওই প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে প্রশাসনের কয়েকজন আধিকারিক ও তাঁরই দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা জড়িত থাকায় প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি। অন্যদিকে, হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জৈষ্ঠ্যমোহন রায় বলেন, 'এ ব্যাপারে আমাকে কেউ জানায়নি। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।' হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমি রাজস্ব আধিকারিক বকুল সরকার বলেন, 'আমি এক মাসের ছুটিতে ছিলাম। তাই সেখানে কী হয়েছে জানি না।' নকশালবাড়ি ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ডি ভুটিয়া অবশ্য সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাকে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে সেখানে নজর রাখতে বলেছি।'

কী অভিযোগ

নদীর চর দখল করে বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। জমি মাফিয়ার একটি চক্র ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা প্রতি কাঠা হিসেবে ওইসব জমি বিক্রি করছে। এছাড়া, পাশের মেরিভিউ চা বাগান ও চেঙা নদীর চর দখল করে বিক্রির জন্য প্লটিং শুরু করেছে জমি মাফিয়ারা।

স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন

আগে আমরা চেঙা নদীর চরে চাষবাস করতাম। কিন্তু হাতির অত্যাচারে চাষবাস বন্ধ করে দিতে হয়। এখন ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি ভুয়ো সংস্থা বানিয়ে সেইসব জমি দখল করে সিকিম, অসম, মণিপুর ও নেপালের বাসিন্দাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করছেন।

–মানিক সিংহ

প্রশাসনের কথা

আমাকে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে সেখানে নজর রাখতে বলেছি।

–ডি ভুটিয়া, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক, নকশালবাড়ি ব্লক

চ্যাংরাবান্ধায় দুর্গামূর্তি তৈরির কাজ চলছে। –সংবাদচিত্র

বাইরে থেকে শিল্পী এনে মূর্তি গড়ছেন মানিক

গৌতম সরকার ● চ্যাংরাবান্ধা

১১ সেপ্টেম্বর : বাজেট বেড়েছে পুজোর। বেড়েছে প্রতিমার জৌলুসও। নিজের পক্ষে উদ্যোক্তাদের চাহিদামাফিক প্রতিমা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে 'হায়ার' করা শিল্পী এনে মূর্তি গড়তে হচ্ছে। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন পুজোকমিটিগুলির কাছে কারুকার্য করা দুর্গামূর্তির চাহিদা বেড়েছে। বেশিরভাগই কৃষ্ণনগরের মূর্তির কথা বলছেন। তাই কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের নিয়ে এসে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করছেন চ্যাংরাবান্ধার মৃৎশিল্পী মানিক পাল। তাঁর কথায়, 'একটা সময় এই এলাকার বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে বেশি বাজেটের দুর্গাপ্রতিমা কেনার ততটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এখন চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। উদ্যোক্তাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এবং নিজেকে টিকিয়ে রাখার তাগিদেই গত কয়েক বছর থেকে কৃষ্ণনগর থেকে শিল্পী এনে দুর্গা মায়ের মূর্তি গড়ছি।' তবে তাঁর আক্ষেপ স্থানীয় শিল্পীদের পছন্দের গুরুত্ব কমায়। তিনি বলেন, 'একটা সময় মৃৎশিল্পীদের পছন্দকেই গুরুত্ব দিতেন ক্রেতারা। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের পছন্দ তেমন গুরুত্ব পায় না। ক্রেতাদের পছন্দমতো মূর্তি তৈরি করতে হয়।' চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপাড়া এলাকার একমাত্র মৃৎশিল্পী মানিক পাল। মূর্তি গড়ার কাজে সহযোগিতা করেন স্ত্রী ঝর্না পালও। দুজনে মিলে সারাবছর ধরে বিভিন্ন মূর্তি গড়লেও খুব একটা লাভের মুখ দেখা সম্ভব হয় না। বর্তমান আধুনিকতার ছোঁয়ায় এই পেশায় টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানান তাঁরা। শিল্পী বলেন, 'জিনিসপত্রের দাম দিনদিন বেড়ে চলেছে। তার উপর প্রতিমাতেও নানা চমক চাইছেন উদ্যোক্তারা। সেকথা মাথায় রেখেই কাজ করতে হয়। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের চাইলেই সহজে হাতের নাগালে পাওয়া যায় না। স্থানীয় শিল্পীদের তুলনায় ওই শিল্পীদের পারিশ্রমিকও অনেক বেশি।' তা সত্ত্বেও তাঁদের না নিয়ে এসে মূর্তি গড়লে ঝুঁকি অনেকটাই থেকে যায় মানিকবাবুর। কারণ বেশিরভাগ ক্রেতাই এখন কৃষ্ণনগরের ডিজাইনের মূর্তির খোঁজ করে থাকেন। সেটা না দিতে পারলে তাঁরা অন্যত্র চলে যান। বিগত কয়েক বছরে এই ধরনের একাধিক অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। এই অবস্থায় পেশা টিকিয়ে রাখতে কৃষ্ণনগর থেকেই শিল্পী এনে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করছেন মানিক পাল।

প্রধানকে স্মারকলিপি

বানারহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : বিরোধী দলনেতাকে না জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ চলছে এই অভিযোগ তুলে বানারহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে বুধবার স্মারকলিপি দিলেন বিরোধী দলনেতা দীপক সরকার। দীপকবাবুর অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে অর্থ কমিটিতে বিল পাস করানো, টেন্ডার প্রক্রিয়া, বিল প্রদান ইত্যাদি কাজে বিরোধী দলনেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় বিরোধী দলনেতার স্বাক্ষর ছাড়া চলে না। অথচ বানারহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এদিন প্রধানকে স্মারকলিপি দিয়ে দীপকবাবু বলেন, বিগত বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতে কতগুলি কাজ হয়েছে, কীভাবে কাজ হয়েছে, কত টাকা বিল দেওয়া হয়েছে এবং আমার স্বাক্ষরের জায়গায় কার স্বাক্ষর করা হয়েছে তার সমস্ত নথি আমি আগামী সাতদিনের মধ্যে চেয়েছি। অন্যথায় আন্দোলনের পথে যাব। এই ব্যাপারে বানারহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ভাগ্যশ্রী টিগ্গার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। উপপ্রধান তবারক আলি বলেন, কোনো কাজে অনিয়ম হয়নি। দীপকবাবু অর্থ কমিটির বেশির ভাগ সভাতেই নিজে উপস্থিত ছিলেন। তাই ওঁকে অন্ধকারে রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যা কাগজপত্র উনি দেখতে চাইছেন সবই দেখানো হবে।

জনসভা

চাকুলিয়া,১১ সেপ্টেম্বর : বুধবার পাঞ্জিপাড়ার রেগুলেটেড মার্কেটে তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত জনসভায় রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যোগ দিতে আসেন। এদিনের জনসভায় শুভেন্দুবাবু বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। এনআরসি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বেঁচে থাকতে এ রাজ্যে এনআরসি চালু হতে দেব না। সাম্প্রতিককালে অসমে এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর ভারতের অনেক বৈধ নাগরিক বাদ পড়েছেন। শুধু তাই নয়, যেসব পরিবারের সদস্য দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন সেইসব সদস্যরাও তালিকার মধ্যে নেই। যে বিজেপি সরকার বেকার ছেলেমেয়েদের চাকরি দিতে পারে না, তারা আবার এনআরসি চালু করার চেষ্টা করতে চাইছেন!' পাশাপাশি শুভেন্দুবাবু দলীয় কর্মীদের সংগঠনের কাজ ভালোভাবে করার পরামর্শও দিয়েছেন। এদিন তাঁর হাত ধরে বামেদের একমাত্র জেলাপরিষদ সদস্য শাহিদ সিদ্দিকি সহ অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। জনসভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম রাব্বানি, ইটাহারের বিধায়ক অমল আচার্য, তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল, উত্তর দিনাজপুর জেলাপরিষদের সভাধিপতি কবিতা বর্মন সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যপরীক্ষা

তুফানগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাটরামপুরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থার গৃহে ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন ও ভারতীয় মানবাধিকার পরিষদের সহযোগিতায় বুধবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও ওষুধ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ডাঃ বি পি রায় রোগীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন। মোট ৮১ জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা সহ ওষুধ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থার সম্পাদক মৃদুল দাস এ খবর জানিয়েছেন।

চা বাগানের বোনাস নিয়ে আজ কলকাতায় ফের বৈঠক

নাগরাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে বসছে এবারের চা বাগানের বোনাসের দ্বিতীয় বৈঠক। এর আগে গত ৩১ অগাস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর এই দু'দিন প্রথম বোনাস বৈঠক হয়। তাতে কোনো সমাধানসূত্র বের না হওয়ায় বৃহস্পতিবারের বৈঠকের দিকেই তাকিয়ে আছেন উত্তরবঙ্গের সাড়ে ৪ লক্ষ চা শ্রমিক। চা মালিকদের শীর্ষ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবারের পাশাপাশি শুক্রবার দিনটিকেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য বেছে রাখা হয়েছে। চা মালিকরা এবারের বৈঠকের আগেও সংকটের কারণ দেখিয়ে তাঁদের এবার কম হারের বোনাস দেওয়ার পুরোনো অবস্থানেই অনড় রয়েছেন। সিসিপিএ'র আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেছেন, 'শিল্পের স্বার্থ বজায় রেখে আলোচনার টেবিলেই বোনাস রফা হবে। চা শিল্প যে বর্তমানে মারাত্মক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে তথ্য প্রত্যেকেরই জানা।' এদিকে, শ্রমিকরাও গতবারের থেকে কম হারের বোনাস মানার কোনো প্রশ্নই নেই বলে সাফ জানাচ্ছেন। বিজেপি প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (বিটিডব্লিউইউ) চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা বলেছেন, 'বোনাস নিয়ে আমাদের অবস্থান একটাই। সেটা হল ২০ শতাংশ। গত ১০ বছর ধরেই দেখে আসছি ঠিক বোনাসের সময় আসলেই মালিকরা সংকটের ধুয়ো তোলা শুরু করে দেন।' চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের এক আহ্বায়ক তথা এনইউপিডব্লিউ'র সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'ব্যালান্স শিট দেখে বোনাসের হার কোনোকালেই নির্ধারিত হয় না। এটা শ্রমিকদের উৎসবের মরশুমে প্রাপ্য। সারাবছর মালিকরা যাঁদের জন্য লাভের অঙ্ক ঘরে তুলেছেন সেই শ্রমিকদের এবার কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। তা যাতে কোনোভাবেই কম না হয় সেজন্য আমাদের লড়াই জারি আছে।' তৃণমূল কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠন চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়ন-এর অন্যতম শীর্ষ নেতা বাবলু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বৃহস্পতিবারের বৈঠকেই যাতে বোনাস চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায় সে ব্যাপারে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে। নয়তো এরপর পুজোর আগে আর বেশি সময় হাতে থাকবে না। বোনাসের সঙ্গে ডুয়ার্সের পুজোর অর্থনীতিও জড়িত।'২০১৮ সালে চা শ্রমিকরা বোনাস পেয়েছিলেন ১৯.৫০ শতাংশ হারে। রুগ্ণতার নিরিখে ৪৮টি বাগানকে অবশ্য কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ২০১৭ সালে বোনাসের হার ছিল ১৯.৭৫ শতাংশ। তার আগে টানা ৬ বছর ২০ শতাংশ হারের বোনাসই পেয়েছিলেন উত্তরের চা শ্রমিকরা।

পোড়ামাটির মূর্তির চাহিদা কমছে

নাগরাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : ডাইসের প্রতিমা পোড়ামাটির প্রতিমার বাজার দখল করে নিচ্ছে। ফলে এবারের বিশ্বকর্মাপুজোয় কার্যত মাথায় হাত পড়েছে ডুয়ার্সের মৃৎশিল্পীদের। চাহিদা কমে যাওয়ায় এবারে তাঁরা কম সংখ্যক প্রতিমা তৈরি করেছেন। নাগরাকাটার ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় নামে এক মৃৎশিল্পী বলেন, 'গতবার ১৫০টি বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি করেছিলাম। এবারে বরাত মিলেছে ১২০টি। তাছাড়া গয়নাগাটি থেকে শুরু করে প্রতিমার কাপড় সবকিছুরই দাম বেড়েছে। ফলে লাভের পরিমাণও অনেকটা কমেছে।' তিনি জানান, এখন কৃষ্ণনগর থেকে ডাইসের প্রতিমা আসছে। সেগুলিরই চাহিদা বেশি। ফলে পোড়ামাটির প্রতিমার বিক্রি কমে যাচ্ছে। ডুয়ার্সজুড়ে একই ছবি। নাগরাকাটারই একটি কুমোরটুলির শিল্পী সুরজিৎ পাল বলেন, 'এবার ৮০টি বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি করছি। গতবার অনেক বেশি সংখ্যক প্রতিমা বানিয়েছিলাম। দিনদিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে।'

চিকাগো বক্তৃতা

কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর : স্বামীজির চিকাগো বক্তৃতার ১২৫তম বর্ষ উপলক্ষ্যে বুধবার কোচবিহার রামকৃষ্ণ মঠের তরফে এবিএন শীল কলেজের হলঘরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে দিনটির তাৎপর্য আলোচনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে কোচবিহার রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞেয়ানন্দ সহ কলেজের পড়ুয়ারা এবং অধ্যাপকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্লাস্টিক, থার্মোকল ব্যবহার হচ্ছে না প্রতিমায়

রহিদুল ইসলাম ● মেটেলি

১১ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্সের প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম পুজো হল মেটেলি কালীবাড়ির পুজো। এখানে প্রতিবছর একটি কাঠামোর উপরেই প্রতিমা তৈরি করা হয়। দেবী দুর্গার বিসর্জনের পর সেই কাঠামোই নিয়ে আসা হয় কালীবাড়িতে। রথযাত্রার দিন সেই কাঠামোর পুজো করা হয়। নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজোই এখানে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মেটেলি কালীবাড়ির ১৪৮তম বর্ষের এবারের পুজোর মূল আকর্ষণ হল প্রতিমা। নদিয়ার ঘূর্ণির কুমোরটুলির শিল্পী ইতিমধ্যে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। প্রতিমা খড়, বাঁশ ও মাটি দিয়ে তৈরি করা হবে। মায়ের যাবতীয় অলংকারও হবে মাটির। প্রতিমায় কোনোরকম

মেটেলি কালীবাড়ির প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। – সংবাদচিত্র

প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহার করা হবে না। প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরি এবারের প্রতিমা শুধু ব্লকের নয়, জেলার মধ্যে অন্যতম হবে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। মেটেলি কালীবাড়ির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মণ্ডল, সহসভাপতি তপনকুমার দাস জানান, নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজোই তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্বজিৎবাবু বলেন, 'পুজোয় বাহ্যিক কোনো আড়ম্বর থাকে না। এবারের প্রতিমা সম্পূর্ণ প্লাস্টিকবিহীন। যেভাবে দিনের পর দিন প্লাস্টিকের ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তাতে আগামীদিনে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হবে। মায়ের প্রতিমা সহ যাবতীয় অলংকার মাটির থাকবে। মূলত প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধের বার্তা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। কালীবাড়ি প্রাঙ্গণেও প্লাস্টিক ব্যবহার নিষেধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' প্রতি বছরের মতো এবছরও পুজোর দিনগুলিতে মেটেলি কালীবাড়িতে দর্শনার্থীদের ঢল নামবে বলে পুজো উদ্যোক্তাদের আশা।

প্রতিমা তৈরি করছেন যতীন পাল। – সংবাদচিত্র

দুশ্চিন্তা নিয়ে প্রতিমা গড়ছেন শিশাগোড়ের যতীন পাল

সুভাষ বর্মন ● ফালাকাটা

১১ সেপ্টেম্বর : সোনাপুর জাতীয় সড়কের পাশে শিশাগোড়ের কদমতলা মোড়ে মৃৎশিল্পী যতীন পালের বাড়ি ও কারখানা। এই রাস্তায় তৈরি হচ্ছে চার লেনের মহাসড়ক। পুজোর পরেই পুরোদমে শুরু হবে রাস্তার কাজ। ফলে উচ্ছেদ হতে হবে যতীন পালের পরিবারকে। বাড়ি সহ ভাঙা পড়বে প্রতিমা তৈরির কারখানাও। আগামীদিনে তিনি প্রতিমা তৈরি করতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন। তাই মাথায় একরাশ উদবেগ ও দুশ্চিন্তা নিয়ে দুর্গাপ্রতিমা বানাচ্ছেন যতীন পাল। অর্থের অভাবে এখনও তিনি বিকল্প কারখানা তৈরি করতে পারেননি। তাঁর দাবি,পঞ্চাশ বছর ধরে এই পেশায় যুক্ত থাকলেও আজও মেলেনি সরকারি সহায়তা। সুদে টাকা ধার নিয়ে প্রতিমার কাজ করতে হয়।

ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা মোড়ে টানা ৩৪ বছর ধরে পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন যতীনবাবু। কদমতলা মোড়ে পাকা রাস্তার পাশেই তাঁর টিনের চালার কারখানা ও বাড়ি। এর আগে যতীনবাবুর বাড়ি ও কারখানা ছিল ঘোকসাডাঙ্গার কুশিয়ারবাড়িতে। এবার ২২টি দুর্গাপ্রতিমার বায়না পেয়েছেন। যতীনবাবুর স্ত্রী কাঞ্চন পাল, দুই পুত্র তাপস ও তপন সবাই মিলেই মূর্তি তৈরিতে হাত লাগান। চারজন কারিগরও রয়েছেন। শুধু রাস্তা সম্প্রসারণই নয়, এই পেশায় আরও বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। যতীন পাল জানান, লাটাগুড়ির সিঙ্গিমারির পালপাড়া থেকে প্রতিমার মাটি কিনে আনতে হয়। মাটির দাম অনেকটাই বেড়েছে। আবার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের রয়্যালটি ছাড়া মাটি আনতে সমস্যা হচ্ছে। বাঁশ, খড়, রং সহ যাবতীয় সরঞ্জামের দাম বেড়েছে। কিন্তু পুজো কমিটিগুলো সেভাবে প্রতিমার দাম বাড়াচ্ছে না। তিনি বলেন,'আমার মৃৎশিল্পীর পরিচয়পত্র রয়েছে। বারবার চেষ্টা করেও কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ পাইনি। বাধ্য হয়ে দুর্গাপুজোর আগে সুদে টাকা ধার নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে।' দু'বছর আগে পথ দুর্ঘটনায় যতীন পালের একটি পায়ের হাড় ভেঙে যায়। চিকিৎসায় প্রচুর টাকা খরচ হয়। সেক্ষেত্রেও সরকারি কোনো সহায়তা মেলেনি বলে তাঁর অভিযোগ। মহাসড়কে কারখানা, বাড়ি সব ভাঙা পড়বে। তাই পরের বছর কোথায় প্রতিমা বানাবেন, তা নিয়েই ঘুম ছুটেছে যতীন পালের।

মহাসড়কে ভাঙা পড়বে কারখানা

রাতেও জোরকদমে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ।– সংবাদচিত্র

প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

অমিতকুমার রায় ● হলদিবাড়ি

১১ সেপ্টেম্বর : পুজোর এখনও প্রায় একমাস বাকি থাকলেও দম ফেলার সময় নেই হলদিবাড়ির মৃৎশিল্পীদের। এখন থেকেই রাত জেগে প্রতিমা তৈরি করতে হচ্ছে। যদিও রীতি অনুযায়ী রথযাত্রার দিন কাঠামোপুজো করে শুরু হয় প্রতিমা গড়ার কাজ। কিন্তু প্রতিযোগিতা, শিল্পীর অভাব ও থিমপুজোর দাপটে সেই রীতি মানা সম্ভব হচ্ছে না বলেই জানাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা। দুর্গাপ্রতিমার চক্ষুদানের যে রীতি রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই তাও মানা সম্ভব হচ্ছে না। রীতি অনুযায়ী মহালয়ার দিন দেবীপক্ষের সূচনার মধ্যে দিয়েই প্রতিটি প্রতিমার চক্ষুদান করা হয়। কিন্তু বর্তমানে মহালয়ার অনেক আগেই চক্ষুদান করতে দেখা যায় মৃৎশিল্পীদের।

এখন বছরের মাঝামাঝি থেকেই মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করেন শিল্পীরা। কোচবিহার জেলার প্রান্তিক শহর হলদিবাড়ি। সেরকমভাবে বড়ো বাজেটের পুজো হয় না বললেই চলে। এখানে হাতগোনা কয়েকটি পুজো কমিটি জাঁকজমক পুজো করে। এলাকার মৃৎশিল্পীদের কারখানায় এখন চরম ব্যস্ততা। নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে মরিয়া শিল্পীরা দিনরাত এক করে প্রতিমা গড়ার কাজ করে যাচ্ছেন।

স্থানীয় মৃৎশিল্পী বাবু পাল বলেন, 'থিমপুজোর জেরে এখন আমরা আগের রীতি ভাঙতে বাধ্য হচ্ছি। তাছাড়া এই কাজে বর্তমান প্রজন্মের অনীহার ফলে কারিগরের অভাবও একটা কারণ।' আরেক শিল্পী আশিস পালের কথায়, 'প্রতিযোগিতা আর থিমের দাপটে সাবেকি প্রতিমা এখন খুব একটা চলে না। সবার আগে মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতাও রয়েছে। ছোটো বাজেটের পুজোর উদ্যোক্তারা আগে থেকে প্রতিমার অর্ডার দেন না। পুজোর কিছুদিন আগে এসে তাঁরা বরাত দেন। তাঁদের জন্য রেডিমেড প্রতিমা তৈরি করে রাখতে হয়। তাই সবদিক সামলাতে গিয়ে আগে থেকেই প্রতিমা গড়ার কাজে হাত দিতে হয়।' হলদিবাড়ির আরেক মৃৎশিল্পী নেপাল পাল বলেন, 'ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি প্রতিমা তৈরির অর্ডার পেয়েছি। আশা করছি শীঘ্রই একে একে ভিড় জমাবেন পুজো উদ্যোক্তারা।'